যুগান্তর

তারিখ : 19 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

"স্কুলে বা থানায়" স্কুলভ্যানের তথ্য নেই

সাইফুল ইসলাম খান

রাজধানীতে ৩৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৪টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত প্রায় ৪০০টি কেজি স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল ৩৪টি, উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত বিদ্যালয় ৫৭৬টি, ১১ হাজারের বেশি কিন্ডারগার্টেন স্কুল এবং ২১টি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের কলেজ ও শতাধিক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে প্রায় ৩৫ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। অধিকাংশ বিদ্যালয় প্রভাতী ও দিবা এ দুই শিফটে পরিচালিত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের সকাল, দুপুর ও বিকালে বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা করতে হয়।

যাদের ব্যক্তিগত গাড়ি নেই তাদের অনেকেই স্কুল কোচ বা স্কুলভ্যানে করে আসা-যাওয়া করে। পাতলা লোহার পাত ও রঙিন প্লেনশিট ও তিন চাকাবিশিষ্ট হালকা এ ভ্যান গাড়ি স্কুল কোচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দুই পাশের বসার জায়গায় সাত থেকে আট ইঞ্চির মতো এবং ভেতরে সাড়ে চার ফিট বাই আড়াই ফিট আয়তনের এ ভ্যানগাড়ির মধ্যে দুই সারিতে গাদাগাদি করে বসতে হয় ৬ থেকে ৮ জন করে। গত রোববার সকাল ৭টা ২৫ মিনিটে উদয়ন স্কুল কোচ লেখা একটি ভ্যান থেকে ফুলার রোডের উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে নামতে দেখা গেল। কাছে গেলে আলাপ হয় উদয়ন স্কুল কোচের মালিক মাহবুব আলম মানিকের সঙ্গে। তিনি জানান, পুরান ঢাকা, আজিমপুর, নাজিমুদ্দিন রোড, কামরাঙ্গীরচর ও তারা মসজিদ এলাকা থেকে তার কোচে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে আনা-নেয়া করা হয়। একইভাবে স্কুল কোচের ব্যবস্থা আছে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল আজিমপুর শাখা, মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, খিলগাঁও চৌধুরীপাড়ায় সাউথ পয়েন্ট স্কুল, সিলভারডেল প্রিপারেটরি অ্যান্ড গার্লস হাই স্কুলসহ রাজধানীর প্রায় প্রতিটি স্কুলে। নামকরা স্কুলের নামে থাকে অসংখ্য স্কুল কোচ। তবে এক স্কুলের কোচে অন্য স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরও বহন করা হয়। মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য এ স্কুল কোচ নামের খুপরি ঘরে করে যাতায়াত করা মোটেও স্বস্তিদায়ক নয়। কোচে চলাচলকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের বাবা মা আসে না। অপরিচিত ড্রাইভারের ওপর ভরসা করে অনেকেই তাদের সন্তানকে তুলে দেয় স্কুল কোচে। অনেক সময় কোমলমতি শিক্ষার্থীরা কোচের ড্রাইভার কর্তৃক দুর্ব্যবহারের স্বীকার হয়। অনেক সময় উঁচু ব্রিজ বা কালভার্ট পার হতে ছাত্রছাত্রীদের স্কুল কোচ ঠেলতেও দেখা যায়। রাজধানীর ব্যস্ততম সড়কে ঝুঁকি নিয়েও এ ভ্যানগুলো চলতে দেখা যায়।

উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক **ড. উম্মে সালমা বেগম** যুগান্তরকে জানান তাদের কোনো স্কুল কোচ বা পরিবহনের ব্যবস্থা নেই। উদয়ন স্কুলের নামে যদি স্কুল কোচ থেকে থাকে তা সম্পূর্ণ ব্যক্তি মালিকানায়। স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে ওই কোচ বা কোচের চালক সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সংশ্লিষ্ট থানাগুলোতেও স্কুল কোচগুলোর সঠিক কোন তথ্য নেই।